দৈনিক ইনকিলাব

পৃষ্ঠা 10 JUN 2009 কলাম

এমপিরা সর্বোচ্চ ৪টির সভাপতি হতে পারবেন

স্কুল কলেজ মাদ্রাসাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি

ইনকিলাব রিপোর্ট : সরকার বেসরকারী স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি গঠনের প্রবিধানমালা-২০০৯ প্রণয়ন করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। নতুন প্রবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সংসদ সদস্য তার নির্বাচিত এলাকায় অবস্থিত বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৪টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারবেন। মাধ্যমিক স্কুলের সভাপতিও হতে পারবেন তারা। এক্ষেত্রে স্কুল ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভায় তাকে সভাপতি হিসেবে মনোনয়ন দিতে হবে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, চারটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম সংসদ সদস্য লিখিতভাবে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে জানাবেন। সংসদ পৃঃ ১২ কঃ ২

এমপিরা সর্বোচ্চ ৪টির সভাপতি হতে পারবেন

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

সদস্য ছাড়াও বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি হতে পারবেন সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তা, সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অবসরপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা, স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি বা স্থানীয় খ্যাতিমান সমাজসেবক। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এসব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্য থেকে তিনজন ব্যক্তির নাম ও জীবনবৃত্তান্ত বোর্ডে প্রেরণ করবেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে তার বিবেচনামতে একজনকে সভাপতি মনোনীত করবেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ দুটির অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে মনোনয়ন পাবেন না। প্রবিধানমালায় বিশেষ ক্ষেত্রে গভর্নিং বডির সভাপতি মনোনয়নের বিধান রাখা হয়েছে। সংসদ ভেঙে গেলে বা কোন কারণে কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত কোন সংসদ সদস্যের পদ শূন্য হলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে তার দায়িত্বের অবসান হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বা তার মনোনীত কোন কর্মকর্তা গভর্নিং বডির অবশিষ্ট মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়াও কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার মহানগর ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসককে সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং মহানগর এলাকার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা যে কোন প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দিতে পারবে।

ম্যানেজিং কমিটি গঠন : ১৩ সদস্যের ম্যানেজিং কমিটি থাকবে বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সভাপতি ছাড়াও ম্যানেজিং কমিটিতে থাকবেন সকল শিক্ষকদের মধ্য থেকে তাদের ভোটে নির্বাচিত দু'জন সাধারণ সদস্য। মহিলা শিক্ষকদের মধ্য থেকে তাদের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা শিক্ষক সদস্য। নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে মাধ্যমিক স্তরের সকল অভিভাবকের ভোটে নির্বাচিত চারজন সাধারণ অভিভাবক সদস্য। নবম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মহিলা অভিভাবকদের মধ্য থেকে মাধ্যমিক স্তরের সকল অভিভাবকদের ভোটে নির্বাচিত একজন সংরক্ষিত মহিলা অভিভাবক সদস্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হবেন। তবে একাধিক প্রতিষ্ঠাতা থাকলে তাদের মধ্য থেকে তাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য হবেন। দাতাগণের মধ্য থেকে তাদের দ্বারা নির্বাচিত একজন সদস্য থাকবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কমিটির সদস্য সচিব হবেন। স্থানীয় একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিও কমিটির সদস্য থাকবেন। তাকে ম্যানেজিং কমিটির প্রথম সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে কো-অপ্ট করা হবে।

তবে কোন শিক্ষক বা শিক্ষক শ্রেণীর সদস্য ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদে নির্বাচিত হবেন না। কোন শ্রেণীর সদস্য পদে যদি প্রার্থী পাওয়া না যায়, তাহলে ওই শ্রেণীর সদস্য পদ শূন্য থাকবে এবং এ ধরনের সদস্য ব্যতিরেকে অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হবে। ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ হবে এর প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ হতে পরবর্তী দুই বছর।

সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা : বাংলাদেশের নাগরিক নন, এমন কেউ সদস্য হতে পারবেন না ম্যানেজিং কমিটির। বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারালে কিংবা কোন বিদেশী নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে কোন ব্যক্তি সদস্য হতে পারবেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী বা এর সুনাম নষ্ট হয় এরূপ কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করলে তিনি সদস্যের অযোগ্য হবেন। কোন ফৌজদারী অপরাধের কারণে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হয়ে থাকলে তিনিও সদস্য হবেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সদস্য হতে পারবেন না। রাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক কোন কাজে অংশগ্রহণ বা সহায়তা করলেও গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে কেউ থাকতে পারবেন না।

এডহক কমিটি : মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি পুনর্গঠনে ব্যর্থ হলে, কমিটি বাতিল হলে বা ভেঙে দেওয়া হলে অনধিক ৬ মাসের জন্য ৪ সদস্য সমন্বয়ে এডহক কমিটি গঠিত হবে। এডহক কমিটির সভাপতি বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হবেন। সদস্য সচিব হবেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। দু'জন সদস্যের মধ্যে থাকবেন জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক, জেলা সদরের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক এবং উপজেলার ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত একজন অভিভাবক।

সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি : ট্রাস্ট, মিশনারী, শিক্ষা, সমাজ, সেনানিবাস, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, রেলওয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়, বোর্ড বা অন্য কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য থাকবে আলাদা কমিটি। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হবেন সংস্থার প্রধান বা তার মনোনীত ব্যক্তি। সদস্য-সচিব হবেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। সদস্য হিসেবে থাকবেন শিক্ষক শিক্ষিকাদের ভোটে নির্বাচিত কিংবা তাদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে সংস্থা প্রধান কর্তৃক মনোনীত দু'জন সদস্য। অপরদিকে থাকবেন শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের মধ্য হতে সভাপতি কর্তৃক মনোনীত তিনজন সদস্য। এর মধ্যে একজন অবশ্যই মহিলা হবেন।